বিদায় অভিশাপ : একটি অনুচিন্তা

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের যে রচনাগুলি তাঁর 'প্রগতিশীল' ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে গেছে, নাট্যকাব্য 'বিদায় অভিশাপ' তার মধ্যে অন্যতম। কেবল নারীবাদীরা নন, সাধারণ পাঠক-পাঠিকা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এর কাহিনিটি নিয়ে এক ধরণের অস্বস্তি চোখে পড়ে। মহাভারতীয় কাহিনি থেকে সরে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠিক যেখানটিতে দাঁড়িয়েছেন তা কোথাও একটা ভারসাম্য নষ্ট করেছে বলে মনে হওয়াটা যে খুব অস্বাভাবিক তা নয়। কচের উদারতা বনাম দেবযানীর প্রতিহিংসা, কচের বিদ্যানুরাগ বনাম দেবযানীর আত্মনিষ্ঠ প্রণয়, এমনকি কচের স্বদেশানুরাগের বিপরীতে দেবযানীর সংসার পাতবার জেদ গোটা বিষয়টিকে পুরুষ বনাম নারীর দ্বৈরথের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অনেকেই এ কবিতার উৎসে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের লন্ডনপ্রবাসের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। কিন্তু, ডঃ স্কটের সেজ মেয়ে মিস কে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোথাও এমন কোনো ইঙ্গিত দেননি যাতে মনে হতে পারে কবিকে কোথাও প্রণয়ডোরে বাঁধতে না পেরে সে অভিশাপ দিয়েছিল। আনা তড়খর সম্পর্কেও একই কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আর বিলেত থেকে তাঁর আহৃত বিদ্যা রবীন্দ্রনাথের কাজে লাগেনি—এ কথা যতটা মিথ্যে ততটাই সত্য এই তথ্য যে তাঁর সেই শিক্ষার পুরোটাই ছিল মানুষের ছোঁয়া লেগে। বলা বাহুল্য, সেই মানুষ একটি কিশোরী—মিস কে, যাকে অবলীলায় রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য সংগীতের দীক্ষাগুরু বলা যায়।

সুতরাং 'বিদায় অভিশাপ' নাট্যকাব্যটির পিছনে কবির আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা যদি থেকেও থাকে তাহলে তা উক্ত অভিযোগটির বিরুদ্ধেই যায়। আসলে এ কবিতাকে পুরুষ বনাম নারীর দ্বৈরথ হিসেবে না দেখে প্রেম ও স্বদেশানুরাগের অবাঞ্ছিত দ্বন্দ্বের বেদনা হিসেবে দেখাটাই সহৃদয়ের দেখা। আসুন খোলা মনে কবিতাটিকে আমরা আর এক বার পড়ে ফেলি।

পৌরাণিক কাহিনীকে কবিদৃষ্টির নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে তার মধ্যে মানব জীবনের নতুন কোনো তাৎপর্য সন্ধান রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলির কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'গান্ধারীর আবেদন'-এ যেমন দুর্যোধন চরিত্রে যুক্তিবোধের নতুন সূত্র, 'কর্ণকুন্তি সংবাদ'-এ কর্ণ চরিত্রে ত্যাগের নবীন মহিমা, তেমনি 'বিদায় অভিশাপ' নাট্যকাব্যে দেবযানী ও কচ চরিত্র মহাভারতীয় কাহিনিকে অবলম্বন করেই কাহিনির সীমা অতিক্রম করেছে। আলোচ্য কবিতাটিতে কচ চরিত্র মহিমান্বিত, এমনকী রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক আখ্যান থেকে ইষৎ সরে এসে কচ চরিত্রে চূড়ান্ত আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে অপরূপ হৃদয় ধর্মের সম্মেলন ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে দেবযানী চরিত্রে মহাভারতীয় কাহিনি অক্ষুন্ন। তবুও তার বেদনার দিকটি পাঠক সাধারণের কাছে চরিত্রটিকে অনেক বেশি স্পর্শগম্যতা দান করেছে। দুটি চরিত্রে রোমান্টিক প্রেম ও আধুনিক জীবনধর্ম দুই দিক থেকে প্রকাশিত হয়ে পাঠকের কাছে তুল্যমূল্য করে তুলেছে।